আল ফাতহুল আযীম-মহা গোপন

রহস্য উন্মোচন

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

ভূমিকা:

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির। আজকে আমি আলোচনা করবো এমন একটি বিষয় নিয়ে, যেটি নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি আছে, ইলমুল হিকমাহ বনাম কালো যাদু। কালো কুরআন এর রহস্য উন্মোচন। কেউ কেউ আমার ইলহামি জ্ঞানকে ভুল বুঝে বলে ফেলছে আমি নাকি কালো জাদু করি। অথচ সত্য হলো, আমার সব আমল আল্লাহর নাম, কুরআনের আয়াত, তাওবাহ ও দরুদের উপর প্রতিষ্ঠিত —যা কখনো কালো জাদু হতে পারে না।

অধ্যায় ১: আমার আমল – কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক

ভাই ও বোনেরা, লক্ষ্য করুন আমার সব আমল কোথা থেকে শুরু হয়:

১) তাওবাহ: প্রথমেই আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। শয়তানি বিদ্যায় কোনো তাওবাহ নেই।

২) দরুদ শরীফ: আমি দরুদ শরীফ পড়ি। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন—"যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ পাঠ করবে, তার উপর আল্লাহ দশ রহমত পাঠাবেন।" (সহীহ মুসলিম)। জাদুবিদ্যায় কখনো দরুদ শরীফ পড়া হয় না।

৩) বিসমিল্লাহ: প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ি। রাসূল ﷺ বলেছেন —"যে কাজ বিসমিল্লাহ ছাড়া শুরু হয়, তা বরকতশূন্য।" (আবু দাউদ)। আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে তাঁর নাম স্মরণ করে করা সাধনা কখনো জাদুবিদ্যা হয়না। কারণ জাদুবিদ্যার মূল শক্তিই আসে কুফুরি বাক্য দ্বারা আল্লাহ রাসূল কে অবমাননা করে শয়তান খুশি করার মাধ্যমে। আর ইলমুল হিকমাহ এর মূল শক্তির উৎস হলো আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর ইচ্ছায় প্রকাশিত কারামত।

৪) আয়াতুল কুরসি: আমি পড়ি কারণ রাসূল (সাঃ) বলেছেন—“যে রাতে আয়াতুল কুরসি পড়বে, আল্লাহ তার রক্ষার জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত করবেন।” (সহীহ বুখারী)

৫) ৪ কুল (সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস, কাফিরুন): এগুলো পড়তেন রাসূল ﷺ নিজেকে ও সাহাবাদের রক্ষার জন্য। (তিরমিজি, নাসায়ী)। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ৪ কুল কালোজাদু ও জ্বীন শয়তানের আসর বিনষ্ট করতে ব্যবহৃত হয়। অথচ যেখানে আমার দেয়া সাধনা শুরুই হয় এই সূরা গুলো ও আয়াত গুলো দ্বারা সেখানে যারা আমার দেয়া সাধনা গুলো কে অজ্ঞতা বশত কুফুরি, শয়তানী ও ইমান বিনষ্টকারী বলে আখ্যা দিচ্ছেন তাঁরা নিজেদের অজান্তে কুরআন, হাদীস এর অসীম শক্তি ও মর্যাদা অমান্যকারী হয়ে কাফের হয়ে যাচ্ছেন। কারণ একদিকে তাঁরা মহাপবিত্র আল কুরআনের ৪ কুল, আয়াতুল কুরসি সহ আসমাউল হুসনা ও ইসমে আজম কে অবমাননা করছেন অপরদিকে তাঁরা আল্লাহর রাসূলের হাদীস কেও অস্বীকার করে কাফের হয়ে যাচ্ছেন। কারণ স্বয়ং নবী বলেছেন যেখানে এই সূরা ও ইসমে আযম, আসমাউল হুসনা তেলাওয়াত করা হয় সেখানে কোন শয়তানী কালোজাদু ও জ্বীন প্রবিষ্ট হতে পারে না। বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এই পবিত্র সূরা, আয়াত, ইসেম দ্বারা রাসূল (স:) ও সাহাবাগণ রুকইয়াহ করতেন।

৬) আল্লাহর ৯৯ টি নাম ও ইসমে আযম।
রাসূল ﷺ বলেন:
“আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি সেগুলো আয়ত্ত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”
সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম
তাই আল্লাহর নাম শুধু ডাক নয়, বরং রহমতের চাবি।
আরেক হাদীসে এসেছে:

“যে ব্যক্তি ইসমে আজম দ্বারা আল্লাহকে ডাকবে, আল্লাহ তার দোয়া কবুল করবেন।”

আবু দাউদ, তিরমিজি

ইসমে আজম মানে আল্লাহর সেই বিশেষ নাম, যার দোহাই দিলে অলৌকিক পরিবর্তন ঘটে।

৭) হাশরের শেষ তিন আয়াত

আমি আরও পড়ি সূরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত।
রাসূল ﷺ বলেছেন:

“যে সকালে বা রাতে এগুলো পড়বে, তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা পাহারাদার নিয়োজিত হবে।”
তিরমিজি

শয়তানি জাদুতে এগুলো থাকে না, কিন্তু ইলমুল হিকমাহতে এগুলোই শক্তির আসল উৎস। কিন্তু আফসোস অজ্ঞতা বশত আমরা সেই ৭০০০০ নিয়োজিত মুয়াক্কিল ফেরেশতা কেও শয়তান, জ্বীন বলে আখ্যায়িত করে নিজের অজান্তে আল্লাহর রাসূলের হাদীস অস্বীকার করে কাফের হয়ে যাই।

অধ্যায় ২: ইলমুল হিকমাহ বনাম কালো জাদু

ইলমুল হিকমাহ (আল্লাহর নূরের বিদ্যা)
অর্থ:
“হিকমাহ” মানে হলো আল্লাহর প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, রহস্য—যা তিনি মনোনীত বান্দাদের দেন।
কুরআনের দলিল:
1. সূরা বাকারা ২:২৬৯
> “যাকে ইচ্ছা আল্লাহ হিকমাহ দান করেন, আর যাকে হিকমাহ দান করা হয়েছে, তাকে তো বিপুল কল্যাণ দান করা হয়েছে।”

2. সূরা নিসা ৪:১১৩
> “আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ নাযিল করেছেন এবং আপনাকে এমন কিছু শিখিয়েছেন যা আপনি জানতেন না।”

3. সূরা জুমুআ ৬২:২
> “তিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন।”

হাদীসের দলিল:

4. রাসূল ﷺ বলেছেন:
> “আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে। যে এগুলো আয়ত্ত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”
সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

5.রাসুল (সাঃ) বলেছেন
> “যে ইসমে আযম দ্বারা আল্লাহকে ডাকবে, তাঁর দোয়া কবুল হবে।”
আবু দাউদ, তিরমিজি

6. রাসূল ﷺ বলেছেন:
> “আমাকে দুটি জ্ঞান দেয়া হয়েছে। একটি প্রকাশ করেছি, আরেকটি যদি প্রকাশ করি তবে আমার গলা কেটে ফেলা হবে।”
সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম

7.রাসুল (সাঃ) বলেছেন
> “জ্ঞান এমনও আছে যা লুকানো থাকে, কেবল আল্লাহ-ভীরু আলেমরাই তা জানে। তারা যদি তা প্রকাশ করে, একে শুধু অহংকারী ও পথভ্রষ্টরাই অস্বীকার করবে।”
সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস 120

এই সব দলিল প্রমাণ করে: ইলমুল হিকমাহ = আল্লাহর রহমতের আলো, কুরআন–হাদীস ভিত্তিক জ্ঞান।

কালো জাদু (শয়তানি বিদ্যা)

অর্থ:
কালো জাদু হলো শয়তানি শক্তির সাহায্যে মানুষের ক্ষতি করার এক প্রকার কুফরি বিদ্যা।

কুরআনের দলিল:

1. সূরা বাকারা ২:১০২
> "হারুত ও মারুত মানুষের কাছে জাদু শিক্ষা দিত, কিন্তু তারা বলত— আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, তাই কুফরি করো না।"

2. সূরা ইউনুস ১০:৮১–৮২
> "মূসা বললেন: তোমরা যা এনেছ তা তো জাদু। আল্লাহ তা বাতিল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের কাজ সফল করেন না।"

3. সূরা ত্বাহা ২০:৬৯
> "জাদুকরের যা কিছু আছে, তা কেবল প্রতারণা। জাদুকর কখনো সফল হয় না।"

হাদীসের দলিল:
4. রাসূল ﷺ বলেছেন:
> "সাতটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ থেকে বাঁচো।"
সাহাবারা বললেন: সেগুলো কী?
তিনি বললেন: "আল্লাহর সাথে শিরক করা, জাদু করা..."
সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

5.রাসুল (সাঃ) বলেছেন,
> “যে জাদু শিখল, সে কুফর করল।”
নাসাঈ, মুসনাদ আহমদ

ইলমুল হিকমাহ হলো আল্লাহর দেয়া নূরের বিদ্যা, যার ভিত্তি কুরআন, হাদীস, ইসমে আযম, আসমাউল হুসনা, আয়াতুল কুরসি, চার কুল ইত্যাদি।

কালো জাদু হলো শয়তানি বিদ্যা, যার ভিত্তি কুফর, মিথ্যা, অপবিত্রতা।

আল্লাহর রাসূল ﷺ জাদুকে কবীরা গুনাহ বলেছেন, আর হিকমাহকে বলেছেন আল্লাহর দেয়া কল্যাণ।

ইলমুল হিকমাহ, কারামতি বিদ্যা ও কালোজাদু: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

আধ্যাত্মিকতা, ধর্মীয় দর্শন এবং লোকবিশ্বাসে অদৃশ্য শক্তির ধারণাটি মানব সভ্যতার শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এই শক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বে, ইলমুল হিকমাহ (প্রজ্ঞা), কারামতি বিদ্যা (ঐশ্বরিক অলৌকিকতা) এবং কালোজাদু (অশুভ শক্তি প্রয়োগ) — এই তিনটি ধারণা প্রায়শই তাদের পরাবাস্তব প্রকৃতির কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

যদিও বাহ্যিকভাবে এই তিনটির মাঝে কিছু অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ঘটনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হতে পারে, কিন্তু তাদের মূল ভিত্তি, উৎস, উদ্দেশ্য, ফলাফল এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই প্রতিবেদনটির লক্ষ্য হলো প্রতিটি ধারণার গভীর বিশ্লেষণ, তাদের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য চিহ্নিত করা এবং একটি বিস্তারিত তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা, যাতে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো দূর হয়।

১. ইলমুল হিকমাহ: প্রজ্ঞা ও প্রায়োগিক জ্ঞানের দর্শন

ইলমুল হিকমাহ একটি গভীর দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা যা কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, বরং সেই জ্ঞানের প্রায়োগিক দিককে বোঝায়। আরবী ভাষায় হিকমাহ শব্দের মূল অর্থ হলো "উপকারী জ্ঞান এবং তার ওপর কাজ করা" । এটি কেবল তথ্য জানা নয়, বরং সেই তথ্যকে সঠিক সময়ে, সঠিক উদ্দেশ্যে এবং সঠিক উপায়ে ব্যবহার করার প্রজ্ঞা । উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি জানে যে আগুন পোড়ায়—এটি হলো জ্ঞান (ইলম)। কিন্তু এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আগুনের অনিষ্ট থেকে দূরে থাকা, বা এটিকে ব্যবহার করে রান্না করার মতো উপকারী কাজ করা হলো হিকমাহ ।

একইভাবে, কেউ যদি জানে যে নেশা করা একটি খারাপ কাজ (জ্ঞান), কিন্তু সে তা ত্যাগ করতে পারে না, তবে তার হিকমাহ নেই । হিকমাহ-এর এই ধারণাটি জ্ঞান (ইলম) এবং কর্ম (আমল)-এর মধ্যে একটি অপরিহার্য সেতুবন্ধন তৈরি করে।

ইসলামি ধর্মতত্ত্বে হিকমাহ শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত গুণ নয়, বরং এটি একটি ঐশ্বরিক দান। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা হিকমাহ বা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে এটি প্রদান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয় বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে । এর অন্য অর্থ সুন্নাহ এবং এটি ইলমুল ফিকহ-এর সাথেও সম্পর্কিত, যার মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর গভীর মর্ম অনুধাবন করা যায় ।

ইলমুল হিকমাহ-এর চর্চা উচ্চতর বা গভীর তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি জ্ঞানের বাস্তবিক পরিচর্যা (তারবিয়্যাহ) । এর চর্চার মূল পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে দ্বীনের উপর গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন, বিশেষত কুরআন ও হাদীছের পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ । এর পাশাপাশি বিজ্ঞ পণ্ডিত ও ন্যায়পরায়ণ আলেমদের সাহচর্য গ্রহণ, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা এবং সংকীর্ণতা ত্যাগ করে উদারতার সাথে কল্যাণকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করাও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ।

এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কার্যকারণ সম্পর্কটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি কেবল তথ্য বা ধারণার সমাহার নয়, বরং এমন একটি অন্তর্নিহিত শক্তি যা জ্ঞানকে সঠিক পথে চালিত করে এবং তার দ্বারা সৃষ্ট ফলাফল ইতিবাচক ও কল্যাণকর হয়। ইলমুল হিকমাহ একটি নিষ্ক্রিয় দার্শনিক ধারণা থেকে একটি গতিশীল, জীবনমুখী প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। হাদিসের বর্ণনায় এই ধারণার গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেখানে বলা হয়েছে যে সামান্য জ্ঞান অনেক ইবাদতের চেয়ে উত্তম এবং জ্ঞানার্জন করতে গিয়ে যদি কারো মৃত্যু হয়, সে নবীদের চেয়েও উচ্চ মর্যাদায় আল্লাহর সাথে মিলিত হয় । এর মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে শুধুমাত্র রীতিনিষ্ঠ ইবাদত নয়, বরং জ্ঞানভিত্তিক ও সচেতন ইবাদত অনেক বেশি মূল্যবান। এটি একটি গভীর ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা যা ইঙ্গিত করে যে, ইসলামি আধ্যাত্মিকতা কোনো অন্ধবিশ্বাস বা যান্ত্রিক অনুশীলন নয়, বরং তা প্রজ্ঞা, বিবেক ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২. কারামতি বিদ্যা: আল্লাহর পক্ষ থেকে ওলিদের সম্মাননা

কারামত একটি আরবি শব্দ, যার মূল অর্থ "সম্মান" বা "মর্যাদা" । ইসলামি পরিভাষায়, কারামত হলো এমন অলৌকিক ঘটনা যা আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা বা ওলিদের মাধ্যমে প্রকাশ করেন, কোনো নবী নন । এটি কোনো ব্যক্তিগত অলৌকিক ক্ষমতা নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সম্মাননা মাত্র । এই ধারণাটি নবীদের মাধ্যমে প্রকাশিত মু'জিযা (অলৌকিক ক্ষমতা) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মু'জিযা নবীদের নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে ব্যবহৃত হয় , অন্যদিকে কারামত ওলিদের মর্যাদা বা কামালত-এর সাক্ষ্য বহন করে, কিন্তু তারা এর মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করেন না ।

কারামত প্রকাশের জন্য একজন ওলিকে অবশ্যই নির্দিষ্ট শর্তাবলি পূরণ করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে তাকওয়া (খোদাভীতি), উত্তম চরিত্র এবং শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হওয়া । কোনো ব্যক্তি যদি শরীয়তের লঙ্ঘন করে, কিন্তু তার দ্বারা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে, তবে তা কারামত নয়, বরং এস্তেদরাজ বা শয়তানি প্রতারণা । এই যাচাইকারী নীতিটি কারামত এবং কালোজাদুর মধ্যে একটি শক্তিশালী ধর্মতাত্ত্বিক বিভাজন তৈরি করে।

কারামত-এর কিছু উদাহরণ পবিত্র কোরআন ও হাদিসে পাওয়া যায়। যেমন: হযরত মারয়াম (আ.)-এর জন্য শুকনো খেজুর গাছ থেকে ফল প্রদান , আসহাবে কাহফ-এর কয়েক শতাব্দী ধরে গুহায় ঘুমিয়ে থাকা , এবং হযরত উমর (রা.)-এর দূরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা সেনাপতিকে নির্দেশনা দেওয়া । এই উদাহরণগুলো স্পষ্ট করে যে কারামত কোনো স্থায়ী বা ব্যক্তিগত ক্ষমতা নয়। হযরত উমর (রা.)-এর ঘটনাটি থেকে এটি বোঝা যায় যে, তিনি হাজার মাইল দূরে থাকা সেনাপতিকে নির্দেশনা দিতে পারলেও, নিজের পেছনে লুকিয়ে থাকা শত্রুর আক্রমণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না । এর মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, কারামত কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাধীন ক্ষমতা নয়, বরং এটি একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে, একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি সাময়িক সম্মাননা । এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি কারামত-কে জাদু থেকে আলাদা করে এবং এটি বিশ্বাসকে শিরক-এর বিপদ থেকে রক্ষা করে ।

এস্তেদরাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যা কারামত এবং কালোজাদুর মধ্যেকার সীমারেখা নির্ধারণ করে। শরীয়ত লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির দ্বারা কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটলে তা কারামত নয়, বরং এস্তেদরাজ। এই ধারণাটি নির্দেশ করে যে বাহ্যিক অলৌকিকতা মূল বিবেচ্য বিষয় নয়; বরং সেই অলৌকিকতার উৎস এবং চর্চাকারীর নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থানই আসল নির্ণায়ক। এটি আধ্যাত্মিকতার নামে প্রচলিত বিভিন্ন ভেলকিবাজি ও প্রতারণাকে বাতিল করে দেয়।

৩. কালোজাদু: শয়তানি শক্তি ও অসৎ উদ্দেশ্যে অপব্যবহার

কালোজাদু, যা ডার্ক ম্যাজিক বা আরবিতে সিহর নামেও পরিচিত, হলো অতিপ্রাকৃত শক্তি বা জাদু ব্যবহার করে অন্যের অনিষ্ট সাধন বা ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের একটি অশুভ চর্চা । এর মূল উদ্দেশ্যই হলো অভিশাপ, বশীকরণ, ক্ষতি করা বা কোনো ব্যক্তিগত সুবিধা লাভ । এই ধরনের চর্চায় ভূত, প্রেত, জ্বিন বা অন্যান্য অশুভ শক্তিকে বশ করে তাদের দিয়ে নানা কাজ করানো হয় ।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, জাদু একটি কুফরি (অবিশ্বাস) এবং ধ্বংসাত্মক কাজ। পবিত্র কুরআনের ৬০টিরও বেশি আয়াতে জাদুকে নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এর জ্ঞান শয়তান বা পতিত ফেরেশতাদের দ্বারা শেখানো হয়। ইসলামে জাদুকরদের জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই এবং তাদের অনুশীলনকারীদেরকে জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে, কালোজাদুর চর্চা প্রাচীন মেসোপটেমিয়াতেও প্রচলিত ছিল, যেখানে এটি আসিপুতু বা মাসমাসসুতু নামে পরিচিত ছিল এবং প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। মধ্যযুগ ও রেনেসাঁর সময় খ্রিস্টান ইনকুইজিশন দ্বারা জাদুবিদ্যা ব্যাপক নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। আধুনিক সময়ে কালোজাদুর সংজ্ঞা প্রায়শই চর্চাকারীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়।

জাদুকরের অলৌকিকতা কোনো ঐশ্বরিক অনুগ্রহ নয়, বরং শয়তানি শক্তির সাথে তার সম্পর্কের ফলাফল। এই শক্তি তাকে সাময়িক উপকার বা ক্ষমতা দিলেও তার পরিণতি ভয়াবহ। কালোজাদুর প্রতি মানুষের আকর্ষণ মূলত ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে আসে, বিশেষত সেইসব মানুষের মধ্যে যারা নিজেদের জীবনে অসহায় বোধ করে। এটি একটি নেতিবাচক চক্র তৈরি করে: অসহায়ত্ব থেকে ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়, যা ব্যক্তিকে শয়তানি শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে প্রলুব্ধ করে, ফলে সাময়িক ক্ষমতা ও প্রতারণা লাভ হয়, কিন্তু এর চূড়ান্ত পরিণতি হয় ধ্বংস ও দুর্ভোগ।
জাদু এবং ধর্মর মধ্যেকার সীমারেখা সবসময় স্পষ্ট নয়, কারণ এক সম্প্রদায়ের কাছে যা অলৌকিকতা বা মিরাকল, অন্য সম্প্রদায়ের কাছে তা জাদু হতে পারে। এই সংজ্ঞাগত দ্বন্দ্বটি একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক মাত্রা বহন করে। কোনো গোষ্ঠীর ধর্মীয় চর্চাকে জাদু বা ডাইনিবিদ্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে নিপীড়নের শিকার করা হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণটি নির্দেশ করে যে, জাদু একটি নিরপেক্ষ শব্দ নয়, বরং এটি একটি পরিবর্তনশীল ধারণা, যা প্রায়শই ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪. তুলনামূলক বিশ্লেষণ: মূলনীতি, উদ্দেশ্য ও ফলাফল

ইলমুল হিকমাহ, কারামতি বিদ্যা এবং কালোজাদুর মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যগুলো তাদের উৎস, উদ্দেশ্য এবং পরিণতির ওপর নির্ভর করে।

উৎস ও শক্তির প্রকৃতি: ইলমুল হিকমাহ ও কারামতি বিদ্যা উভয়ের উৎস সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বরিক। হিকমাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞানীদের জন্য একটি বিশেষ অনুগ্রহ , এবং কারামত আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের সম্মানার্থে প্রকাশ করেন । পক্ষান্তরে, কালোজাদুর উৎস হলো শয়তানি শক্তি, জিন, প্রেতাত্মা বা অশুভ সত্তা ।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: ইলমুল হিকমাহ-এর মূল উদ্দেশ্য জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, আত্মশুদ্ধি এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সাধন । কারামত-এর কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নেই; এটি আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকাশ পায় এবং ওলিকে সম্মানিত করে । অন্যদিকে, কালোজাদুর উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত লাভ, অন্যের ক্ষতি করা বা মানুষকে বশ করা ।

চর্চাকারীর প্রকৃতি ও তার নৈতিক অবস্থান: ইলমুল হিকমাহ ও কারামত-এর চর্চাকারী বা প্রাপ্তকারীরা হন মুত্তাকি, শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী, যারা সৎ কাজ করেন এবং পাপ থেকে দূরে থাকেন । এর বিপরীতে, কালোজাদুর চর্চাকারী সাধারণত ফাসিক বা কুফরি কাজের সাথে যুক্ত। তারা আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে অশুভ শক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ।

পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া: ইলমুল হিকমাহ-এর পদ্ধতি হলো কুরআন ও সুন্নাহর গভীর অধ্যয়ন, বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহচর্য এবং একনিষ্ঠ ইবাদত । এটি কোনো গোপন বা নির্দিষ্ট মন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল নয়। কারামত কোনো পদ্ধতি বা প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয় না। এটি তাকওয়া ও ইবাদতের ফলস্বরূপ আল্লাহর ইচ্ছায় আপনা-আপনি ঘটে । পক্ষান্তরে, কালোজাদু-এর জন্য নির্দিষ্ট তন্ত্র-মন্ত্র, আচার-আচরণ এবং অশুভ শক্তির সাথে চুক্তি করতে হয় ।

ফলাফল ও পরিণতি: ইলমুল হিকমাহ ও কারামত-এর ফলাফল হলো দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ, সম্মান, প্রজ্ঞা ও আল্লাহর নৈকট্য । কালোজাদুর ফলাফল সাময়িক হলেও চূড়ান্ত পরিণতি হলো শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও আত্মিক ক্ষতি এবং আখেরাতে জাহান্নামের শাস্তি ।

৫. ৫০টি পার্থক্যের সারণী

পার্থক্য নম্বর	তুলনা ক্ষেত্র	ইলমুল হিকমাহ (প্রজ্ঞা)	কারামতি বিদ্যা (অলৌকিকতা)	কালোজাদু (অশুভ শক্তি)
১	ধর্মীয় উৎস	সরাসরি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ।	আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সম্মাননা ।	শয়তানি শক্তি ও জিনের মাধ্যমে অর্জিত ।
২	প্রকৃতি	জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রায়োগিক রূপ ।	ওলির মাধ্যমে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা ।	অতিপ্রাকৃত শক্তি ব্যবহার করে ক্ষতিসাধন ।
৩	মূল ভিত্তি	কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান ও তার প্রয়োগ ।	মুত্তাকি ওলিদের তাকওয়া ।	মন্ত্র, তন্ত্র, এবং অশুভ শক্তির বশীকরণ ।
৪	উদ্দেশ্য	আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবজাতির কল্যাণ ।	ওলির মর্যাদা প্রকাশ করা ও ঈমানকে শক্তিশালী করা ।	অন্যের ক্ষতি, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ক্ষমতা লাভ ।
৫	চর্চাকারীর অবস্থা	প্রকৃত আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি ।	শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী ওলি ।	ফাসিক, কুফরি বা পাপী ।
৬	পদ্ধতি	জ্ঞানার্জন, অধ্যয়ন, ইবাদত ও সৎসঙ্গ ।	এটি কোনো পদ্ধতি নয়, এটি তাকওয়ার ফল ।	নির্দিষ্ট মন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠান ।
৭	কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি	প্রশংসিত ও উৎসাহিত ।	সত্য হিসেবে স্বীকৃত ও উদাহরণ রয়েছে ।	কঠোরভাবে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ ।
৮	হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গি	জ্ঞানার্জনকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ।	সত্য হিসেবে প্রমাণিত ।	জাদুকরকে কুফরি কাজের জন্য নিন্দিত করা হয়েছে ।
৯	শক্তির নিয়ন্ত্রণ	কোনো বাহ্যিক শক্তি নয়, বরং অভ্যন্তরীণ প্রজ্ঞা ।	আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে, ওলির ইচ্ছাধীন নয় ।	জাদুকরের দ্বারা বশীকৃত অশুভ শক্তির নিয়ন্ত্রণে ।
১০	লক্ষ্য	আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ।	আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান ও মর্যাদা ।	প্রতিশোধ, বশীকরণ বা অনিষ্ট সাধন ।
১১	ফলাফল	দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণ ।	ওলির সম্মান বৃদ্ধি ও মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয় ।	শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি ।
১২	স্থায়িত্ব	জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থায়ী কল্যাণ ।	নির্দিষ্ট ঘটনায় সাময়িক অলৌকিকতা ।	সাময়িক সুবিধা, কিন্তু চূড়ান্ত ধ্বংস ।
১৩	প্রাচ্য	ইসলামিক জ্ঞানচর্চার মূল ধারা ।	সুফিবাদ ও আধ্যাত্মিকতার সাথে	বিভিন্ন লোকবিশ্বাসে প্রচলিত ।

পার্থক্য নম্বর	তুলনা ক্ষেত্র	ইলমুল হিকমাহ (প্রজ্ঞা)	কারামতি বিদ্যা (অলৌকিকতা)	কালোজাদু (অশুভ শক্তি)
			জড়িত ।	
১৪	শিক্ষণীয় দিক	জ্ঞানকে কাজে লাগানোর শিক্ষা দেয়	ঈমানের ওপর দৃঢ় থাকার শিক্ষা দেয় ।	এটি থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেয় ।
১৫	সামাজিক প্রভাব	সমাজের উন্নতি ও কল্যাণে অবদান রাখে ।	ধর্মীয় বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে ।	কুসংস্কার ও ভয় সৃষ্টি করে ।
১৬	আত্মিক অবস্থা	আল্লাহর নৈকট্য ও ভয় ।	আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নির্ভরতা ।	শয়তানের অনুসারী ও তার দাসত্ব ।
১৭	প্রাপ্তির ভিত্তি	জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সচেতন আমল ।	তাকওয়া, ইবাদত ও আল্লাহর অনুগ্রহ ।	শয়তানের সন্তুষ্টি অর্জন ও কুফরি কাজ
১৮	উদাহরণ	শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ ।	আসহাবে কাহফ, হযরত মারয়াম (আ.) ।	বাইবেলে বর্ণিত জাদু, প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার জাদু ।
১৯	বৈধতা	সম্পূর্ণ বৈধ ও উৎসাহিত ।	বৈধ ও ঈমানের অঙ্গ ।	সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম ।
২০	ব্যক্তিগত স্বাধীনতা	জ্ঞান ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপূর্ণ স্বাধীনতা ।	ওলির ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, আল্লাহর ইচ্ছাধীন ।	অশুভ শক্তির দাসত্ব ।
২১	ভ্রান্তি	অনেকেই এটিকে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান মনে করে ।	এটিকে ওলির ব্যক্তিগত ক্ষমতা মনে করা ।	এটিকে কোনো শক্তি বা সমাধান মনে করা
২২	গোপনীয়তা	এটি জনসমক্ষে শেখানো ও প্রকাশ করা হয় ।	এটি জনসমক্ষে দেখানো হয় না ।	এটি সাধারণত গোপনে চর্চা করা হয়
২৩	মূল চরিত্র	জ্ঞানের পরিচর্যা (তারবিয়্যাহ) ।	ঐশ্বরিক সম্মাননা (কারামাহ) ।	অশুভ শক্তির বশীকরণ (সিহর) ।
২৪	ফলাফলের প্রকার	বাস্তব জীবনে সুফল ও উপকার ।	অলৌকিক ঘটনা যা স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে ।	অভিশাপ বা ক্ষতি যা অস্বাভাবিক উপায়ে হয় ।
২৫	প্রয়োগ	সকল সৎ কাজে এর প্রয়োগ হয় ।	কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োগ নেই, এটি আল্লাহর দান ।	অন্যের ক্ষতি করতে এর প্রয়োগ করা হয় ।
২৬	নেক আমলের সম্পর্ক	নেক আমলের ভিত্তি ও চালিকা শক্তি ।	নেক আমলের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত সম্মান ।	নেক আমল ধ্বংসকারী ।
২৭	যাচাইকারী	জ্ঞানের প্রায়োগিক	শরীয়তের পূর্ণ	শরীয়তের লঙ্ঘন ও

পার্থক্য নম্বর	তুলনা ক্ষেত্র	ইলমুল হিকমাহ (প্রজ্ঞা)	কারামতি বিদ্যা (অলৌকিকতা)	কালোজাদু (অশুভ শক্তি)
		কল্যাণ ও ফলাফল।	আনুগত্য।	পাপ।
২৮	দুনিয়াবি লাভ	প্রজ্ঞা ও উন্নতির মাধ্যমে দুনিয়াবি কল্যাণ লাভ।	দুনিয়াবি লাভের জন্য ব্যবহৃত হয় না।	দুনিয়াবি স্বার্থ ও লাভের জন্য ব্যবহৃত।
২৯	শির্ক-এর সম্পর্ক	শির্ক থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেয়।	একে ক্ষমতা মনে করলে শির্ক হতে পারে।	নিজেই একটি কুফরি ও শির্ক।
৩০	আধ্যাত্মিক স্তর	আত্মিক উন্নতির চূড়ান্ত ধাপ।	আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি নিদর্শন।	আধ্যাত্মিক পতনের পথ।
৩১	মূল চালিকাশক্তি	যুক্তি, প্রজ্ঞা ও বিবেক।	ঐশ্বরিক তৌফিক ও তাইয়িদ।	ইস্তিদরাজ বা শয়তানি প্রতারণা।
৩২	প্রয়োজন	মানুষের জীবনে কল্যাণ ও শান্তির জন্য অপরিহার্য।	বিশেষ ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকাশ পায়।	কোনো প্রয়োজন নেই, এটি ক্ষতিকর।
৩৩	প্রচলিত নাম	প্রজ্ঞা, সুন্নাহ, জ্ঞানভিত্তিক জীবন।	অলৌকিকতা, কেরামত, আল্লাহর দান।	জাদু, সিহর, বশীকরণ, ডাকিনীবিদ্যা।
৩৪	কায়িক শ্রম	কোনো কায়িক শ্রমের প্রয়োজন নেই।	কোনো বিশেষ কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল নয়।	নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান ও কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হয়।
৩৫	নৈতিক ভিত্তি	উচ্চ নৈতিকতা ও উত্তম চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।	উচ্চ নৈতিকতা ও খোদাভীতির ওপর নির্ভরশীল।	কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই, স্বার্থপরতা মূলনীতি।
৩৬	শিক্ষার্থী	সকলের জন্য উন্মুক্ত।	শুধু মুত্তাকি ওলিদের জন্য নির্ধারিত।	যারা ক্ষমতা ও স্বার্থ চায় তাদের জন্য।
৩৭	ক্ষতিকর প্রভাব	কোনো ক্ষতিকর প্রভাব নেই।	কোনো ক্ষতিকর প্রভাব নেই।	শারীরিক, মানসিক, ও আত্মিক ক্ষতি।
৩৮	সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক	সৃষ্টিকর্তার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়।	সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহের প্রমাণ।	সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।
৩৯	প্রয়োগের ক্ষেত্র	জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ।	শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় অলৌকিক ঘটনা।	ব্যক্তিগত ক্ষতিসাধন বা অনৈতিক কাজে প্রয়োগ।
৪০	গুরুত্ব	ধর্মের মৌলিক ভিত্তি।	ধর্মের একটি সত্য অংশ।	ধর্মীয়ভাবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
৪১	প্রকৃত সত্য	প্রকৃত জ্ঞান ও তার প্রয়োগ।	আল্লাহর একটি বিশেষ নিদর্শন।	একটি কুফরি ও ধ্বংসাত্মক কাজ।

পার্থক্য নম্বর	তুলনা ক্ষেত্র	ইলমুল হিকমাহ (প্রজ্ঞা)	কারামতি বিদ্যা (অলৌকিকতা)	কালোজাদু (অশুভ শক্তি)
৪২	ব্যক্তিগত লাভ	আত্মিক উন্নতি ও প্রজ্ঞা ।	ব্যক্তিগত কোনো লাভ নেই, এটি সম্মান ।	ব্যক্তিগত বা পার্থিব লাভ ৹
৪৩	শর্ত	জ্ঞানার্জন ও আমল ।	তাকওয়া ও শরীয়তের অনুসরণ ।	শয়তানের অনুসরণ ৹
৪৪	প্রথা	জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা ।	অলৌকিক ঘটনাবলী ।	তন্ত্র-মন্ত্র ও বশীকরণ ।
৪৫	ফলপ্রসূতা	জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে ।	ঈমানের ওপর দৃঢ়তা আনে ।	সাময়িক সাফল্য দিলেও চূড়ান্ত পতন ঘটায় ৹
৪৬	প্রয়োগের উদ্দেশ্য	ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা সমাধান ।	এটি স্বয়ংক্রিয়, মানবীয় প্রয়োগের বিষয় নয় ।	ব্যক্তিগত সমস্যার অনৈতিক সমাধান ।
৪৭	আত্মিক কল্যাণ	আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে ।	আত্মিক মর্যাদার প্রমাণ ৹	আত্মার ধ্বংসসাধন করে ৹
৪৮	গবেষণার সুযোগ	এর চর্চা ও প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা সম্ভব ।	এর ঘটনাগুলো নিয়ে গবেষণা হয় ।	এর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে গবেষণা হয় ।
৪৯	প্রমাণ	এর বাস্তবতা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত ।	কুরআন ও হাদিসে এর উদাহরণ বর্ণিত আছে ।	এর কার্যকারিতা কেবল প্রচলিত বিশ্বাস ও গল্পে সীমিত ।
৫০	ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	ইসলামি স্বর্ণযুগে এর ব্যাপক চর্চা ছিল ।	সুফিদের মাধ্যমে এর ধারণা প্রচলিত হয় ৹	প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকেই এর চর্চা ছিল ।

অতএব,

বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, ইলমুল হিকমাহ, কারামতি বিদ্যা এবং কালোজাদু আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য শক্তির সাথে সম্পর্কিত মনে হলেও তাদের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যগুলো সুদূরপ্রসারী। ইলমুল হিকমাহ হলো প্রজ্ঞা ও বাস্তবমুখী জ্ঞানের প্রতীক যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের দান করেন, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো মানবজাতির কল্যাণ এবং আত্মিক উন্নতি। কারামতি বিদ্যা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মুত্তাকি ওলিদের জন্য একটি সম্মাননা, যা কোনো ব্যক্তিগত ক্ষমতা নয় বরং ঐশ্বরিক ইচ্ছার একটি নিদর্শন। পক্ষান্তরে, কালোজাদু একটি শয়তানি চর্চা, যার মূল উদ্দেশ্য হলো অন্যের ক্ষতি সাধন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল। এটি কুফরি কাজ এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি ধ্বংস ও দুর্ভোগ।

সুতরাং, কোনো অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ঘটনার প্রকৃত প্রকৃতি বোঝার জন্য শুধুমাত্র তার বাহ্যিক রূপের ওপর নির্ভর না করে এর উৎস, উদ্দেশ্য, এবং চর্চাকারীর নৈতিক অবস্থা বিবেচনা করা অপরিহার্য। কারামত এবং এস্তেদরাজ-এর মধ্যেকার এই বিভাজনটি নির্দেশ করে যে, আসল বিচার্য বিষয় হলো সেই ঘটনার পেছনের শক্তি ঐশ্বরিক না শয়তানি। এই প্রতিবেদনটি প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো দূর করে তিনটি ভিন্ন ধারণার মধ্যেকার সূক্ষ্ম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তুলে ধরেছে।

অধ্যায় ৩: কালো কুরআন রহস্য উন্মোচন

দলিল ও ব্যাখ্যা:

প্রথমেই পরিষ্কারভাবে বলা দরকার:

“কালো কুরআন” বা “আল-কুরআন আস-সাওদা” নামে কোনো আসল নাযিল হওয়া কুরআন নেই। কুরআন কারীম ১১৪ সূরাতেই সম্পূর্ণ, তাতে কোনো ঘাটতি বা অতিরিক্ত সূরা নেই। “আল-কুরআন আস-সাওদা” বলতে মূলত আধ্যাত্মিক গুপ্ত ইলমে মারেফাত বোঝানো হয়, যা আল্লাহ কেবল মনোনীত বান্দাদের দিয়েছেন। এজন্য একে “লুকানো জ্ঞান” বলা হয়। অনুরূপ আধ্যাত্মিক ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায় " কিতাব আল-বুলহান, শামস আল-মাআরিফ, গায়াত আল-হাকীম, এবং এমনকি মিশরীয় Book of Dead এর মতো গ্রন্থেও ।"

রাসূল (সা:) এর কাছে এমন কিছু আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল যা তিনি সর্ব সাধারণ এর জন্য উন্মুক্ত করেন নি বরং তিনি হযরত আলি (রা:) কে শিখিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক হযরত খিজির (আ:) কেও এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। এগুলো আল কুরআন আস সাওদা কে ইংগিত করে। এই জ্ঞান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কেবল কঠিন রিয়াজাত ও সাধনার মাধ্যমেই প্রাপ্তি ঘটে।

আমার চ্যানেল এমন একটি চ্যানেল যেটি মারেফাতের এমন গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে যা অন্যরা কল্পনায়েও আনতে পারবেনা।

জ্ঞান না থাকলে আমাদের উচিত জ্ঞান অর্জন করার প্রচেষ্টা করা। জ্ঞান অর্জন না করে যারা অপর কে উল্টাপাল্টা বলে আল্লাহর রাসূলের বাণীতে তাঁরা অহংকারী ও পথভ্রষ্ট। আমার চ্যানেল মারেফাতের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে চলে। আমি কখনো মানুষ কে এমন কিছু শিক্ষা দেই না যা মানুষ কে আল্লাহ পাক থেকে দূরে নিয়ে যায় বা ইমান নষ্ট করে। আমার দেয়া শিক্ষা যদি কারো ভালো না লাগে কাইন্ডলি আমার চ্যানেল থেকে দূরে থাকুন। আমি পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় নিষিদ্ধ কিতাব গুলো থেকে ও এটা প্রমাণ করে বের করে আনি যে, আল্লাহ পাকের নাম ও তাঁর শক্তিই সকল শক্তির মূল উৎস। কারো কলিজায় সাহস থাকলে আমার দেয়া সাধনা গুলো করে নিজেই প্রত্যক্ষ করুন সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য। না বুঝে না শুনে কাফের, কালো যাদুকর ইত্যাদি বলে গালি দিয়ে নিজেরা নিজেদের সংকীর্ন চিন্তার পরিচয় কাইন্ডলি দিবেন না। মনে রাখবেন যে মুসলিম কালো যাদু ও রহমানী রুহানি বিদ্যার মাঝে ইলমুল হিকমাহ এর মাঝে পার্থক্য করতে পারে না সে মুসলমান হবার অযোগ্য। আর এহেন ব্যক্তি কে আল্লাহর রাসূল কি বলেছেন তা জানতে নিচের হাদীস গুলো পড়ুন।
নিচে রেফারেন্স প্রদান করা হল। সাধ্য থাকলে কেউ খন্ডন করে দেখাক।

১. রাসূল ﷺ—এর কাছে গোপন ইলম থাকা

হাদীস ১:

قال رسول الله ﷺ: «أُوتِيتُ عِلْمًا وَعِلْمًا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَقَدْ بَثَثْتُهُ فِي النَّاسِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ»

অনুবাদ:
রাসূল ﷺ বলেন: “আমাকে দুটি জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। একটি আমি মানুষের মাঝে প্রকাশ করেছি। অন্যটি যদি প্রকাশ করি তবে আমার গলা কেটে ফেলা হবে।”
সূত্র: সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস 120

হাদীস ২:

قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْنُونِ، لا يَعْلَمُهُ إِلَّا الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ، فَإِذَا نَطَقُوا بِهِ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا الْمُتَجَبِّرُونَ الْغَالُونَ»

অনুবাদ:
রাসূল ﷺ বলেন: "জ্ঞান এমনও আছে যা লুকানো থাকে, কেবল আল্লাহ-ভীরু আলেমরাই তা জানে। তারা যদি তা প্রকাশ করে, একে শুধু অহংকারী ও পথভ্রষ্টরাই অস্বীকার করবে।"
সূত্র: সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস 120

২. হযরত আলি (রাঃ)-কে বিশেষ ইলম দেওয়া
হাদীস:
قال رسول الله ﷺ: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا»

অনুবাদ:
রাসূল ﷺ বলেন: "আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলি তার দরজা।"
সূত্র: তিরমিজি (3723), মুস্তাদরাক হাকিম (4631)

৩. খিজির (আঃ)-এর বিশেষ ইলম
কুরআন:

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا
অনুবাদ:

"তারা আমাদের বান্দা খিজিরকে পেল, যাকে আমরা নিজের পক্ষ থেকে রহমত দিয়েছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান শিখিয়েছিলাম।"
সূত্র: সূরা কাহফ (১৮:৬৫)

৪. হযরত আলি (রাঃ)-এর সাক্ষ্য
রেওয়ায়েত:

قال عليّ رضي الله عنه: «حدثني رسول الله ﷺ بألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب»
অনুবাদ:
হযরত আলি (রাঃ) বলেন: "রাসূল ﷺ আমাকে হাজার দরজার জ্ঞান শিখিয়েছেন, আর প্রতিটি দরজা থেকে আরেক হাজার দরজা খুলে যায়।"
সূত্র: নাহজুল বালাগা, মুস্তাদরাক হাকিম
শেষ কথা:
আসল কুরআন সম্পূর্ণ ১১৪ সূরা—এতে কোনো ঘাটতি বা অতিরিক্ত সূরা নেই। তবে রাসূল ﷺ–এর কাছে এমন গুপ্ত ইলমে মারেফাত ছিল যা সাধারণকে দেওয়া হয়নি।
হযরত আলি (রাঃ) ও খিজির (আঃ)-এর কাছে বিশেষ জ্ঞানের কথা প্রমাণিত আছে। সুফি ও হিকমাহ কিতাবগুলোতে এ জ্ঞানের প্রতীকী রূপকে "আল-কুরআন আস-সাওদা / কালো কুরআন" বলা হয়েছে।

আল্লাহ পাক আমাদের অন্যের ব্যাপারে জেনে শুনে জ্ঞান অর্জন করে মন্তব্য করার তাওফিক দিন আমিন। কারো ব্যাপারে না জেনে তাকে খারাপ বললে যদি সে বাস্তবিক অর্থে খারাপ না হয় তাহলে যিনি অপবাদ দিল তিনি আল্লাহর কাছে অপবাদকারী হাক্কুল ইবাদ ভংগকারী হয়ে যাবেন। একজনের নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়া ক্ষমার অযোগ্য নিকৃষ্ট পাপ। আল্লাহ পাক আমাদের এহেন পাপ থেকে দূরে রাখুন। আমিন।

অধ্যায় ৪: আমার চ্যানেলের অবস্থান

আমার চ্যানেল Tilismati Duniya পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় ও নিষিদ্ধ কিতাবগুলো থেকেও প্রমাণ বের করে আনে— শয়তানি কিতাবেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে আল্লাহর নাম ও শক্তিই সকল শক্তির মূল উৎস।

তবে পার্থক্য হলো:

আমি কেবল আল্লাহর নাম, দরুদ, বিসমিল্লাহ, আয়াতুল কুরসি, চার কুল, আসমাউল হুসনা, ইসমে আযম ব্যবহার করি। শয়তানি বিদ্যায় এগুলোর কোনো স্থান নেই।

তাই আমি স্পষ্ট বলি: আমার প্রতিটি সাধনা রহমানী, শয়তানি নয়।

অধ্যায় ৫: শত্রুদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কতা

যারা জ্ঞান না নিয়েই আমাকে গালি দেয়, তাদের জন্য সতর্কতা—
রাসূল ﷺ বলেছেন:
“জ্ঞান এমনও আছে যা লুকানো থাকে, কেবল আল্লাহ-ভীরু আলেমরাই তা জানে। তারা যদি তা প্রকাশ করে, একে শুধু অহংকারী ও পথভ্রষ্টরাই অস্বীকার করবে।” (সহীহ বুখারী)
যে মুসলিম কালো জাদু ও রহমানী হিকমাহর মাঝে পার্থক্য করতে পারে না, সে মুসলমান হবার অযোগ্য।
আর মনে রাখবেন:
কারো নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়া কেয়ামতের দিনে ক্ষমাহীন পাপ। এটি হাক্কুল ইবাদ ভঙ্গ করা, যা আল্লাহও ক্ষমা করবেন না যদি না সেই মানুষ ক্ষমা করে।
শেষ কথা:
আসল কুরআন ১১৪ সূরাই সম্পূর্ণ।
তবে রাসূল ﷺ, হযরত আলি (রা:) ও খিজির (আঃ)-এর কাছে বিশেষ রহস্যময় জ্ঞান ছিল। সুফি ও হিকমাহ কিতাবগুলোতে এটিকে প্রতীকায়িত করে বলা হয়েছে “আল-কুরআন আস-সাওদা” বা “কালো কুরআন।” আমার চ্যানেল সেই গুপ্ত মারেফাতের আলো প্রকাশ করে—যা মানুষকে আল্লাহর দিকে টেনে আনে, শয়তানের দিকে নয়। তাই যারা অপবাদ দেয়, তারা আসলে নিজেদের সংকীর্ণতার প্রমাণ দেয়। আমার প্রতিটি শব্দই প্রমাণ করে—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই।

অধ্যায় ৬: আসমাউল হুসনা ও ইসমে আযম – নিষ্কাম ইবাদতের শক্তি ও আধ্যাত্মিক কারামতের রহস্য

উৎস: কুরআন, সহিহ হাদীস, আউলিয়া কেরামের উক্তি এবং হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুরের ২৬ বছরের ব্যক্তিগত সাধনা

আসমাউল হুসনার মহিমা

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ
"আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তাঁকে সেসব নাম দ্বারা ডাকো।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮০]

—বলেন ﷺ রাসূল

"আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি সেগুলো সংরক্ষণ করবে, অর্থসহ আমল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

[সহিহ বুখারী: ২৭৩৬, সহিহ মুসলিম: ২৬৭৭]

এখান থেকে প্রমাণিত হয়—আসমাউল হুসনা কেবল মুখে উচ্চারণ নয়, বরং এক গভীর আধ্যাত্মিক শক্তি।

আমি, হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির (গুরু আব্দুর রহমান), গত ২৬ বছর একটানা প্রতিদিন নিম্নে ৫ বার সিজদাহতে আসমাউল হুসনা পাঠ করে আসছি। একদিনও বিরতি হয়নি। দিনরাত ২৪ ঘন্টা আসমাউল হুসনা ও ইসমে আযম কলবে জিকির করেছি এবং এখনো করছি। ১ দিন ও বাদ দেইনি। কখনো সাওয়াবের লোভে নয়। কখনো জান্নাতের আশায় নয়। কখনো জাহান্নামের ভয়ে নয়। একমাত্র উদ্দেশ্য: আল্লাহর খুশি।

আল্লাহ বলেন—
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
"আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের জন্য।" [সূরা আদ-যারিয়াত: ৫৬]
রাসূল ﷺ বলেন—
“কোনো কাজের মর্যাদা নির্ভর করে নিয়তের উপর।” [সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম]
অর্থাৎ, নিয়ত যদি খাঁটি হয়, তবে সেটাই ইখলাস।

আমার ইবাদতের ধরন:

আমি আসমাউল হুসনা, ইসমে আযম পাঠ করেছি শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কোনো দুনিয়াবি স্বার্থে নয়।
অবুরত নিষ্কাম জিকিরের ফলে আল্লাহ আমার হৃদয়কে তাঁর নূরে ভরে দিয়েছেন। ফলস্বরূপ আমার নামের দোহাই দিলেই ফেরেশতা হাজির হয়, রোগী সুস্থ হয়, এমনকি প্রকৃতির ঘটনাও বদলে যায়।

ইসমে আযমের রহস্য
রাসূল ﷺ বলেন—
“আল্লাহর এমন কিছু নাম আছে, যাকে ইসমে আযম বলা হয়। যে নাম দ্বারা তাঁকে ডাকলে দোয়া কবুল হয়।” [তিরমিজি, হাদীস: ৩৪৭৫]

আমি হাদীসে বর্ণিত দুটি ইসমে আযম এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি অতি গুপ্ত ইসমে আযম নিষ্কাম ভাবে সিজদাহ্ তে গিয়ে রোজ অন্তত নিম্নে হলেও ৫ বার তেলাওয়াত করেছি শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিষ্কাম ভাবে। আমার অভিজ্ঞতায়, ইসমে আযম হলো আল্লাহর নামের সেই সমন্বয় যা নিষ্কামভাবে হৃদয় থেকে পড়লে ফেরেশতা নেমে আসে।

অধ্যায় ৭: মুয়াক্কিল ফেরেশতা
নিযুক্ত করার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের বয়ান ও আমার করা সকল ব্যক্তিগত আমল

গুরু আব্দুর রহমান এর ব্যাক্তিগত আমল

ফেরেশতা হাজিরাঃ গুরু আব্দুর রহমান এর উসিলায় যে কোন জীন গ্রস্থ রোগী অথবা নিরেট তুলারাশি যিনি ফেরেশতা দেখতে পারে, জীন দেখতে পারে অথবা এমন ব্যাক্তি যার মধ্যে জীন প্রবেশ করে কথা বলতে পারে সেই ব্যক্তির মাধ্যমে ফেরেশতা হাজির করা যায়। সে ক্ষেত্রে সেই ব্যাক্তিকে সামনে নিয়ে এভাবে বলতে হবে-

" দোহাই আল্লাহ। দোহাই আল্লাহ। দোহাই আল্লাহ। দোহাই মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। দোহাই গুরু সাইফুল্লাহ মানসুর ওরফে গুরু আব্দুর রহমানের সকল নেক কর্ম। গুরুজীর দাস মুয়াক্কিল ফেরেশতা গণ অমুকের উপর অথবা সামনে হাজির হন। " রোগী হলে বলতে হবে এই রোগীর উপড় হাজির হউন আর নিরেট তুলা রাশি বলতে হবে অমুক ব্যক্তির উপড় হাজির হউন। এ বাক্যগুলি ৩ থেকে ৪ বার বললেই হবে। তবে সর্বোচ্চ ১১ বার ও বলা যায়।

তবে প্রথম দিকে ৩ বার করে তাওবা ও দুরুদ শরীফ পড়ে বাক্যগুলি বললে ভালো হয়। রোগীর শরীরে জীন না থাকলে ফেরেশতা প্রবেশ করতে পারে না সেক্ষেত্রে রোগীকে সামনে তাকাতে বলবেন সে স্বচক্ষে হাজার হাজার ফেরেশতা দেখতে পাবে ইনশাআল্লাহ। তখন রোগীর মাধ্যমে তার সাথে কথা বলবেন। তখন গুরুর নামের দোহাই দিয়ে, তাদের দিয়ে যে কোন কর্ম করা যাবে, ইনশাআল্লাহ।

আমল-১। আসমাউল হুসনার নাম অথবা আল্লাহর ৯৯ নাম মুখস্থ করে প্রতিদিন তিলওয়াত করা। আসমাউল হুসনাসমূহ নিম্নরুপঃ গুরু আব্দুর রহমানের দোহাই দিয়ে আসমাউল হুসনার যে কোন মুয়াক্কেল ফেরেশতাকে হাজির করা যায়। যেমনঃ কোন নিরেট তুলা রাশি বা কোন জীনগ্রস্থ রোগীকে সামনে নিয়ে বলতে হবে, " হে আল্লাহর অমুক নামের মুয়াক্কেল ফেরেশতা হাজির সো দোহাই সাইফুল্লাহ মানসুর আবীর ৩ বার বলতে হবে, সাথে সাথে হাজির হয়ে তার কাজ সমাধান করে দিবে।

আমল-২।। ফজর এবং মাগরিবের ফরজ নামাজের পর "আউযুবিল্লাহিস সামিউল আলীম মিনাশ শায়তানির রাজিম" - ৩ বার পাঠ করে সুরা হাসর এর শেষ তিন আয়াত পাঠ করা, এর ফলে মহান আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে কোটি কোটি মুয়াক্কেল ফেরেস্তা অথবা সত্তর হাজার মুয়াক্কেল ফেরেস্তা নিযুক্ত করে দেন, যারা সকাল সন্ধ্যা সার্বক্ষনিক তার জন্যে নিযুক্ত থাকে এবং রহমতের দুয়া করে। যে দিন সে পড়বে ঐ দিন মারা গেলে শহীদি মৃত্যু লাভ করবে। (সুত্রঃ মেশকাত শরীফ- ১৮৮ পৃষ্ঠা)

হাদিসটি তিরমিযী শরীফে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে ও বর্নিত আছে।

সুরা হাসর এর শেষ তিন আয়াত নিম্নরূপঃ হওয়াল্লা হুল্লাজি লা ইলা-হা ইল্লা-হুয়া, আ-লিমুল গাইবী ওয়াশ শাহা-দাতি, হুয়ার রাহমানুর রাহিম। হুআল্লা-হুল্লাজি লা-ইলা-হা ইল্লা হুয়া, আলমালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আজিজুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির। ছুবহানাল্লাহি আম্মা ইয়ুশরিকুন। হুআল্লা-হুল খা-লিকুল বা- রিউল মুছাওয়্যিরু লাহুল আসমা-উল হুসনা ইউসাব্বিহু লাহু মা – ফিসামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া হুয়াল আজিজুল হাকিম।

আমল-৩ ।।

প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ইসলামের আজিমুসসান অজিফা বিসমিল্লাহ শরীফসহ ১ বার করে পড়ে বুকে একটি ফুক দিবেন। নিম্নে আজিমুসসান ওজিফা ও বরকত লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

১ বার এই দোয়া পাঠ করলে আল্লাহতায়ালা ৭০ বার রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেনঃ

প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ১বার করে এই দোয়াগুলো পাঠ করলে আল্লাহতায়ালা ৭০ বার রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন এবং এর আরও কিছু ফযিলত আছে।

১। ৭০ বার রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন।
২। ৭০টি গুনাহ মাফ হবে।
৩। ৭০টি প্রয়োজন পূরন হবে ইত্যাদি।

১। বিসমিল্লাহসহ সুরা ফাতিহা -১ বার (নিম্নে উল্লেখ করে দেওয়া হলো)
২। আয়াতুল কুরসী-১বার (নিম্নে উল্লেখ করে দেওয়া হলো)
৩। সুরা আল-ইমরানের ১৮ ও ১৯ এবং ২৬ ও ২৭ নম্বর আয়াত (নিম্নে উল্লেখ করে দেওয়া হলো।

সুরা ফাতিহা:

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল আলামিন। আররহমা-নির রাহিম। মা-লিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন। ইহদিনাছ ছির ত্বোয়াল মুসতাকিম। ছিরাতোয়াল্লাযি-না আন'আমতা আলাইহিম গইরিল মাগ দু'বি আ'লাইহিম ওয়ালাদ্দ-ল্লিন। আমীন।

অনুবাদ : অতি দয়ালু। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। বিচার দিনের একমাত্র অধিপতি।

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের সরল পথ দেখাও। সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

আয়াতুল কুরসীর উচ্চারন আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কায়ুম লা তা'খুজুহু সিনাতুও ওয়ালা নাউম, লাহু মা ফিছছামা ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বী। মানযাল্লাযী ইযাস ফায়ু ইন দাহু ইল্লা বিইযনিহি, ইয়া লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়া-মা খল ফাহুম ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইয়্যিইম্ মিন ইল্ মিহি ইল্লা বিমা শাআ ওয়াসিয়া কুরসিয়্যুহুস ছামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্ ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়াল আজীম।

আয়াতুল কুরসীর বাংলা অর্থ :

“আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে

আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।" [সূরা আল- বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫]

৩। সুরা আল-ইমরানের ১৮ ও ১৯ এবং ২৬ ও ২৭ নম্বর আয়াত:

شهد اللّه أنه لا إله إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الحكيم

বাংলা উচ্চারণ: শাহিদাল্লা-হু আন্নাহু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুয়া ওয়াল মালা-ইকাতু ওয়া উলুল ইলমি ক-ইমাম বিলকিসতি লা- ইলা-হা ইল্লা-হ ওয়াল আযীজুল হাকিম।

অর্থ: আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। [সুরা ইমরান: ১৮]

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ الحسناب بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّه سَرِيعُ

বাংলা উচ্চারণ: ইন্নাদ্ দীনা ইন্দাল্লা-হিল ইসলাম। ওয়া মাখলাফাল্ লাযীনা উতুল কিতা-বা ইল্লা- মীমবাদী মা-জা- আ-হুমুল ইলমু বাগ ইয়াম বাইনাহুম ওমাই ইয়াখফুরু বিজ্ঞা-ইয়া-তিল্লা-হী ফাইন্নাল্লাহা সারিউল হিসাব।

অর্থ: নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হযেছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। [সুরা ইমরান: ১৯]

قُلِ اللهُم مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الملك من تشاء وتنزع الملك مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

বাংলা উচ্চারণ: কুলিল্লা- হুম্মা মা-লিকাল মুলকি তু'তিল মুলকা মানতাসা-উ, ওয়া তানযিউল মুলকা মিম মান তাশা-উ, ওয়া তু'ইজ্জু মান তাশা-উ ওয়া তুযিল্লু মানতাসা-উ; বিয়াদিকাল খইর; ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদির।

অর্থ: বলুন ইযা আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিযে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর।

তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। [সুরা ইমরান: ২৬]

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْت مِنَ الحَي وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ

বাংলা উচ্চারণ: তুলিজুল লাইলা ফিন্নাহা-রি ওয়া তুলিজুননাহা-রা ফীল্লাইল, ওয়া তুখরীজুন হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি ওয়া তুখরীজুল মাইয়্যিতা মিনাল হাইয়্যি ওয়াতারযুক্ত মানতাশা-উ বিগাইরি হিছাব।

অর্থ: তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর। [সুরা আল-ইমরান: ২৭]

আমল-৪।। ইসমে আজমঃ (১) আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা আন্না লাকাল হামদু লা ইলাহা ইল্লা আন্তাল হান্নানুল মান্নানু বাদিউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি জুলজালালি ওয়াল ইকরাম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাউয়ুম, ইসমে আজমঃ (২) আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বি আন্নি আশহাদু আন্নাকা আন্তাল্লাহুল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা আনতাল আহাদুস সামাদুল্লাযি লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালামকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

আমল-৫।। ৭০জন ফেরেশতা ১০০০ দিন পর্যন্ত সওয়াব লিখতে থাকবেঃ
জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হ্যা আহলুহু
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (die all paid)) হতে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ
করেছেনঃ
"যে ব্যক্তি একবারে নিম্নোক্ত দুরূদ একবার তিলাওয়াত করে, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে তাঁর জন্য ১০০০ দিন সওয়াব লেখার জন্য নির্দেশ দেন।
অপর বর্ণনায় আছে, এই দুরুদ একবার পাঠ করলে আগামী ১০০০ দিন নেকী লিখার জন্য আল্লাহর ফেরেশতাগণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দুরুদটি হলঃ

جزى اللّٰه عَنَّاسيينا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلَة

“জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলুহু"
“জাযাল্লাহু আন্না সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলুহু"
অনুবাদঃ "আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ () কে আমাদের পক্ষ থেকে তিনি (আমাদের উপর) যতটা হকদার (প্রাপ্য), সে সংখ্যানুপাতে তার প্রতিদান দিন।"
তথ্যসূত্রঃ

(১) ইমাম তাবরানী (all): আল-মু'জামুল কবির, (হাদীস: ১১৫০৯),
(২) ইমাম আবু নুযাইম (all as j), হিলিয়াতুল আউলিয়া
(৩) ইমাম মুনাযিরী (all as j): তারগীব, খণ্ড ২ পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা ৫০৪।
(৪) ইমাম হায়সামী (ll as j); মাজমাউজ জাওয়াইদ, খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা, হাদিস ১৬৩, (৫) ইমাম সাখাবী (all)); আল কওলুল বদি, পৃষ্ঠা ১১৬।
(৬) ফাজাইলে আমল, খণ্ড ১, পৃ ৪৩।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। [সুরা হা-মীম - ৪১:৩০]

উপসংহার:

মহান আল্লাহ পাক আমাদের অন্যের ব্যাপারে জেনে শুনে জ্ঞান অর্জন করে মন্তব্য করার তাওফিক দিন আমিন। নিষ্কাম ইবাদত করার তাওফিক দিক। কারো ব্যাপারে না জেনে তাকে খারাপ বললে যদি সে বাস্তবিক অর্থে খারাপ না হয় তাহলে যিনি অপবাদ দিল তিনি আল্লাহর কাছে অপবাদকারী হাক্কুল ইবাদ ভংগকারী হয়ে যাবেন। একজনের নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়া ক্ষমার অযোগ্য নিকৃষ্ট পাপ।

আল্লাহ পাক আমাদের এহেন পাপ থেকে দূরে রাখুন। আল্লাহর রাসূল (স:) বলেন " যদি কোন মুসলিম অপর ভাইকে কাফের বলে এবং সেই লোকটি আল্লাহর কাছে যদি সত্যিকার কাফের না হয় তাহলে যিনি তাকে কাফের বললো সেই মুসলিম ব্যক্তিটিই কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক আমাদের এহেন জঘন্য পাপ থেকে দূরে রাখুক। আমাদের সকলের কারো বিরুদ্ধে মন্তব্য করার আগে আল্লাহ পাক নিচের হাদীস টি স্মরণ রাখার তাওফিক দিক। আমিন।

রাসূল ﷺ বলেন: “জ্ঞান এমনও আছে যা লুকানো থাকে, কেবল আল্লাহ-ভীরু আলেমরাই তা জানে। তারা যদি তা প্রকাশ করে, একে শুধু অহংকারী ও পথভ্রষ্টরাই অস্বীকার করবে।”
সূত্র: সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস ১২০।

সমাপ্ত